ক্রুসেডার জোট তাদের কল্পিত ধারণা অনুযায়ী দাওলাতুল ইসলামকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার পর এটি হলো চতুর্থ বছর। এই মিথ্যা বিজয়ের আনন্দে তাদের গোলাম ও মানুষরুপী জানোয়ারগুলো অনেক নেচেছিল। আমরা দেখেছি, পথভ্রষ্ট মুরতাদরা কিভাবে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেছিল যে, তারা দাওলাতুল ইসলাম ও এর সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, এর সৈনিকেরা একমাত্র মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে ও তাঁর শরীয়ত মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন করে। মুমিনগণ পিছু হটার পর এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম ও উৎসবগুলোতে; যেগুলো মিডিয়া লাগাতার দিনের পর দিন ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে প্রচার করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।} [আল-বুরুজ:৮]

প্রত্যেক ন্যায়বান ও বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই এটি সুস্পষ্ট যে, দাওলাতুল ইসলামের প্রতি তাদের অধিকাংশের হিংসা-বিদ্বেষের একমাত্র কারণ হলো এই যে, এটি তাদের মাঝে ইসলামের বিধি-বিধান ও এর মহান শিক্ষাসমূহ চালু করে এবং এগুলো মেনে চলাকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়। এসব শিক্ষা তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের কামনা-বাসনা পূরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে বাঁধা প্রদান করে। এটিই দাওলাতুল ইসলামের প্রতি তাদের বিদ্বেষের মূল কারণ। মুজাহিদগণ যেসব এলাকা থেকে পিছু হটেছেন, আজ কেউ সেসব এলাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে এরকম অবস্থাই লক্ষ্য করবে এবং দেখবে কিভাবে সেগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও মিত্রদের নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত বিভিন্ন দল প্রভাব বিস্তার করেছে। ইরাকে রাফেদীদের থেকে শামের নুসাইরী ও তাদের মিলিশিয়া দলসমূহ, শামের পূর্বাঞ্চলে থাকা কুর্দি নাস্তিকদের থেকে এর পশ্চিমাঞ্চলে থাকা সাহওয়াত দলসমূহ। অতঃপর বর্তমানে এই সমস্ত অঞ্চলগুলোর কি অবস্থা? এসব অঞ্চল ঈমান হারানোর পর হারিয়েছে নিরাপত্তা। আর যেসকল লোক মুজাহিদগণ পিছু হটার পর তাদের এলাকাগুলোতে কাফির বাহিনীসমূহকে প্রবেশ করতে দেখে আনন্দিত হয়েছিল, তারা আজ তাদের পরিণতি নিয়ে বিলাপ করছে এবং দাওলাতুল ইসলামের শাসনামলের কথা স্বরণ করছে।

মানুষ যেন ভালো করে বুঝে নেয় যে, এই দুনিয়াতে মুক্তি ও সুখ-শান্তির একমাত্র উপায় হলো সত্যের পথ অনুসরণ করা। বিগত দুই যুগ ধরে যার উপর চলছেন দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ। সেই পথ হলো আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বাস্তবায়ন ও তাঁর রাস্তায় জিহাদের পথ। এটিই একমাত্র পথ, যার মাধ্যমে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে এবং

কাফেরদের কালিমা(শির্ক ও কুফর) অবদমিত হবে। এটিই একমাত্র পথ, যা মুসলিমদের সম্মান-সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা করে এবং তাদের জন্য শরীয়তের ছায়াতলে একটি সম্মানের জীবন যাপন নিশ্চিৎ করে। আর অপরদিকে বিভিন্ন মুরতাদ সরকার ও দলসমূহের প্রতিষ্ঠা করা জাহিলিয়্যাত ও মুর্খতার বিভিন্ন আইন ও পতাকাসমূহের ছায়াতলে জীবন যাপন মানুষের জন্য কেবল দ্বীন-দুনিয়ার ফাসাদই বয়ে আনতে পারে।

এবং এর মাধ্যমে দাওলাতুল ইসলামের কর্মপন্থা - যা কিনা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত - এবং অন্যান্য কর্মপন্থার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা মুজাহিদগণের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং তাঁদের শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কখনও " স্বাধীনতা"র দাবিতে, কখনও-বা "খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-এই অজুহাতে, আবার কখনও "সন্ত্রাস দমন কর্মসূচি"র নামে।....এছাড়া আরও অনেক শ্লোগান, দাওলাতুল খিলাফাহ (আল্লাহ তা'আলা একে সমুন্নত করুন)-এর বিরুদ্ধে নাম-পরিচয় নির্বিশেষে সকল মুরতাদরা যা বহন করেছে।

অতঃপর ইরাক, শাম ও অন্যান্য ইসলামের ভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী মুরতাদ দলগুলো কী করেছে সেখানে? জনসাধারণকে তারা জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক ফাসাদ ও অত্যধিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কি উপহার দিয়েছে? এইসব কাফিরদের দালাল আর পুতুলগুলো, যারা ক্রুসেডারদের বিমানের আশ্রয়ে অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, তারা কিভাবে মানুষের অবস্থা সংশোধন করবে এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে? বরং যে তার নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই স্বাধীন না, যে নিজেই অন্যের আদেশে চলে, সে কিভাবে মানুষের শাসক হবে এবং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে? এসবের চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হলো- মানুষ আজ ইসলামের বিধান থেকে দূরে এবং এই সকল মুশরিকদের শাসনের অধীনে একটি নিরাপদ জীবন যাপনের প্রত্যাশা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তাওহীদ ও ঈমান ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো নিরাপত্তা নেই। তিনি বলেন: {যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের(শির্কের) সাথে সংমিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।}[আল-আন'আম: ৮২]

ইসলামী শাসনের অনুপস্থিতির চার বছরে মানুষ লাঞ্ছনা ও ক্ষতি ছাড়া আর কি অর্জন করেছে? অতঃপর এই হলো ইরাকের রাফেদীরা; মাজূসি ইরান তাদেরকে উজ্জীবিত করে চলেছে এবং তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক অলিগলিতে ঘুরাফেরা করছে আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য। আর শামের নুসাইরিরা গিয়েছে রাশিয়ার কাছে, যাতে রাশিয়া তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। এবং তারা রাশিয়ার নিকট পেশ করেছে শামের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও ধন-সম্পদ; যা দ্বারা শামের ভূমি পরিপূর্ণ। এসব তারা করেছে যাতে তাদের সবচেয়ে বড় আহাম্মকটাই ''রাষ্ট্রপতি'' থাকতে পারে। আর অন্যদিকে ক্রুসেডার রাশিয়াই হয়ে উঠেছে এইসব অঞ্চলের আদেশ-নিষেধের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী; তারা যা ইচ্ছা অনুমোদন করে, আর যা ইচ্ছা অবৈধ ঘোষণা করে। আর নাস্তিক কুর্দিদের মধ্যে তো ক্রুসেডাররা পেয়েছে তাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এর থেকে উত্তম কোন দল আছে কি, যাকে তুমি যখন ইচ্ছে ব্যবহার করবে, যখন ইচ্ছে পরিত্যাগ করবে; আবার যখন ইচ্ছে তার কাছে ফিরে যাবে আর সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞও থাকবে?!

আর শামের সাহাওয়াত, পৌত্তলিক সেনাবাহিনী এবং তাদের মতো অন্যান্য দল, পরিষদ, মজলিস ও সমাবেশগুলো যথারীতি এখনও একজন পৃষ্ঠপোষক খুঁজে বেড়াচ্ছে, যার ছত্রছায়ায় তারা থাকবে। কিন্তু সবাই তাদেরকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। তারা অনেকভাবে চেষ্টা করেছে, নিজেদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিভিন্ন পক্ষের সাথে সম্পৃক্ত করতে। এবং তারা তাদেরকে সবরকমের আপোষের প্রস্তাব দিয়েছে। এমনকি সমর্থনকারী রাষ্ট্রের সন্তুষ্টির জন্য নাম ও শ্লোগান থেকেও তারা ইসলামকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। যখন কাতার ও তুরস্কের তাগুতরা তাদেরকে সহায়তা করে, তখন তারা হয়ে যায় দাড়িকাঁটা ইখওয়ানি।যখন তাগুত আলে সালুল তাদেরকে সমর্থন করে, তখন তারা হয়ে যায় একচোখা "সালাফি"। যখন পেন্টাগন তাদেরকে সমর্থন করে, তখন তারা হয়ে যায় নব্য গণতান্ত্রিক। এবং এভাবে তাদের সহায়তাকারীরা চাইলে তাদেরকে মূর্তিপূজারীও বানাতে পারবে!

ঐসব অঞ্চল, যা একসময় আল্লাহর আইন দ্বারা শাসিত হতো, অতঃপর পরে তা কুফরি আইন ও পৌত্তলিক সংবিধান দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, সে সকল অঞ্চলের মানুষ কী সমৃদ্ধি লাভ করেছে? এমন সব সংবিধান, যেগুলোতে সবধরনের সরকার ও পরিষদই অংশগ্রহণ করে; হোক তারা রাফেদী, নাস্তিক, কিংবা সাহাওয়াত। শরীয়তের নেয়ামতসমূহ ও এর পরিপূর্ণ ইনসাফের শাসন হারানোর পর সে সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা কী অর্জন করেছে? সেই শরীয়ত, যাতে আছে তাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের কল্যাণ। দ্বীনের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া ও শত্রুর সম্মুখে মুজাহিদদেরকে একাকী ছেড়ে দেওয়ায় তাদের কী ফায়দা হয়েছে? ঝুঁকিমুক্ত জীবনের আকাঙ্খা, দুনিয়ার ভালোবাসা ও জীবনের হেফাজতকে দ্বীনের হেফাজতের উপর প্রাধান্য দিয়ে তাদের ভাগ্যে অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী জুটেছে? তারা না পেয়েছে দুনিয়া, আর না পেয়েছে দ্বীন। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অন্যদিকে খিলাফাহর সৈনিকগণ তাদের শাসনকালে দীর্ঘ সময় ধরে এসব অঞ্চল ও শহরগুলো আবাদ করেছিলেন আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে। তারা সালাত কায়েম করেছিলেন, যাকাত আদায় করেছিলেন, সৎ কাজের আদেশ দিয়েছিলেন ও অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান করেছিলেন এবং আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তারা শুধু কল্যাণই অর্জন করেছেন এবং রাসূল ﷺ-এর এই কথার সত্যায়ন করেছেন: ''মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যজনক। তার জন্য সবকিছুই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কারো এ বৈশিষ্ট্য নেই। যদি মুমিনের উপর আনন্দদায়ক কিছু আপতিত হয়, তাহলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর এটি তার জন্য কল্যাণকর। এবং যদি সে বিপদে আক্রান্ত হয়, তাহলে সবর করে। আর এটিও তার জন্য কল্যাণকর।''[সহীহ মুসলিম]। বরং খিলাফাহর সৈনিকগণ এখনো তাদের রবের অনুগ্রহে শহর ও গ্রামে তাদের ছোট ছোট জামা'আতগুলোকে আল্লাহর আনুগত্য, শরীয়ত চর্চা, ও ঈমান দ্বারা আবাদ করে চলেছেন এবং এভাবে তারা অব্যাহত রেখেছেন আল্লাহর রাস্তায় তাদের ঈ'দাদ ও জিহাদ। আর এর মাধ্যমে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে এসব গভীর জাহিলিয়্যাতে ডুবে থাকা সমাজগুলোতে নূর ফিরিয়ে আনতে। এসব সমাজের সৈন্যরা তো আজও (আল্লাহর প্রতি) চির অনুগত বীরদের ছায়া মূর্তি তাদের মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর হে আমাদের জাতি: {আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং সবর কর। নিশ্চয়ই ভূপৃষ্ঠ আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর মুত্তাকীদের জন্যই উত্তম পরিণাম।} ভূপৃষ্ঠ আল্লাহ তা'আলার এবং তিনি তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকেই এটি উত্তরাধিকার হিসেবে দান করবেন। এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেবেন, যা তাদের এটি অর্জনে সহায়তা করবে। আর আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে প্রবল কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।